দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 1 4 FEB 2005
পৃষ্ঠা - ৪ - কলাম - ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন শূন্য থাকা প্রসঙ্গে

গত ১০ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম সংবাদ হিসাবে পরিবেশিত দীর্ঘ প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রথমবার ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগে এক বছর নষ্ট (ইয়ার লস) করিয়া অপেক্ষাকৃত চাহিদা সম্পন্ন বিভাগে ভর্তি হওয়ায় পূর্ববর্তী আসনটি খালি হইয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকট আসন সংকটের মধ্যেও প্রতি বছর এইভাবে পাঁচ শতাধিক আসন খালি পড়িয়া থাকে। অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও একই অবস্থা। এইভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কয়েক হাজার সিট খালি থাকা অব্যাহত রহিয়াছে। দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সুযোগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনেক মেধাবী ছাত্র মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে বিত্তশালী কম মেধাবীদের পক্ষে পরীক্ষা দিয়া তাহাদের ভর্তির সুযোগ করিয়া দেয়। ইহার ফলে ভর্তি-হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৯টি বিভাগের কোন কোনটিতে প্রথম বছর অনার্সের ক্লাস শেষে দেখা যায়, দ্বিতীয় বর্ষে প্রায় অর্ধেক আসনই খালি হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স শ্রেণীতে মোট আসন সংখ্যা ৪ হাজার ৩ শত ৮৮টি। বিভিন্ন কোটায় আরও দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হইয়া থাকে। প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে ৪ হাজারের অধিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। এক বছর পর দ্বিতীয় বর্ষে তাহাদের সংখ্যা ৪ হাজারের নীচে নামিয়া যায় অর্থাৎ এক বছরে ৫ শতাধিক আসন শূন্য হইয়া যায়। গত কয়েক বছরের অবস্থা অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে, প্রতিবছরই ৪ হইতে ৫ শতাধিক আসন খালি থাকে। এই বছর ৪ হাজার ৩৮৮টি আসনের বিপরীতে ৮৮ হাজার ৩৮২ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতেছে। বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির পর অনেক ছাত্র-ছাত্রী মাইগ্রেশন করিয়া বিভাগ পরিবর্তন করিবে। তিন মাসের মধ্যে যে সকল আসন খালি হইবে মাইগ্রেশনের মাধ্যমে উহার অনেকটা পূরণ হইবে। তবে বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তির কার্যক্রম ও ক্লাস শুরুতে প্রতি বছরই অন্য অনুষদের তুলনায় কিছুটা বিলম্ব হয়। ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী বিভাগ পরিবর্তনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়।

ভর্তির আনুষঙ্গিক যোগ্যতা নিয়া এইচএসসি পাস একজন ছাত্র-ছাত্রী পর পর দুই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে। অনেক ছাত্রছাত্রী প্রথমবার পরীক্ষা দিয়া পছন্দের বিষয়ে ভর্তি হইতে না পারিয়া দ্বিতীয় বার পরীক্ষার মাধ্যমে বিভাগ পরিবর্তন করে। উচ্চশিক্ষা শুধুমাত্র মেধাবীদের মধ্যেই সীমিত থাকা উচিত। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া না গেলে সেই ক্ষেত্রে আসন খালি থাকিলেও কাহারও আপত্তি থাকা উচিত নয়। কারণ শিক্ষার মানের সহিত আপোষের প্রশ্ন অবান্তর। আসন সংখ্যা খালি হইয়া পড়িলে সেই ক্ষেত্রে মেধা ও শিক্ষা-মানের মাপকাঠি ঠিক রাখিয়া দ্বিতীয়বারের মতো পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত। বুয়েটে চলতি বছর হইতে এইচএসসি পাস ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একবার ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম করা হইয়াছে। ইহার ফলে এক বছর পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশিসংখ্যক আসন খালি থাকিবে না বলিয়া বুয়েট কর্তৃপক্ষ মনে করেন। তবে পাশাপাশি ইহাও বলিব মেধা যাহাদের খাটো; তাহাদের জন্য উচ্চ শিক্ষা মানসম্পন্ন কলেজের দরজা অবারিত রাখার ব্যবস্থা সাধারণ মানের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েই হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির সুযোগ একবার থাকা উচিত। আবার অনেকে মনে করেন, দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ থাকিবে। তবে প্রথমবার যাহারা পাস করে নাই শুধু তাহারাই দ্বিতীয়বার অংশগ্রহণ করিবে। যাহারা একবার ভর্তির সুযোগ পাইয়াছে তাহাদেরকে দ্বিতীয়বার ভর্তির সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ বলিয়াছেন, প্রতিবছর কিছু আসন খালি হয় এই বিবেচনায় বিভিন্ন বিভাগে নির্দিষ্ট আসনের চেয়ে অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। বিগত কয়েক বছরের ভর্তি ও আসন শূন্য হওয়ার গড় হিসাব বাহির করিয়া এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, ডিন কমিটি ও বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয়ে একটি কমিটি করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন যাহাতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত না হয়।